



উপজেলা ও জেলা অফিসারদের জন্য

পারো ব্যবহারের নির্দেশিকা: উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসার

আপনার এলাকার স্কুলগুলো কোথায় দাঁড়িয়ে, এক নজরে দেখুন আর সময়মতো পাশে দাঁড়ান

এই বই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আর জেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্য। এখানে আছে কীভাবে লগইন করবেন, উপজেলা ও জেলার পাতা কীভাবে পড়বেন, স্কুলগুলোকে কীভাবে পারোতে আনবেন, আর তথ্য দিয়ে কীভাবে স্কুলের পাশে দাঁড়াবেন।

সূচিপত্র

১ পারো একজন অফিসারকে কী দেখায়

২ আপনার লিংক আর লগইন

৩ উপজেলার পাতা

৪ স্কুলগুলোকে পারোতে আনা

৫ জেলার পাতা

৬ একটি স্কুলের ভেতরে দেখা

৭ কাজের একটা নিয়ম

৮ রিপোর্ট আর ডাউনলোড

৯ গোপনীয়তা আর তথ্যের সুরক্ষা

১০ সাধারণ প্রশ্ন

১১ এক পাতায় মনে রাখার কথা

পারো একজন অফিসারকে কী দেখায়

পারো কীভাবে কাজ করে, আর আপনার পাতায় কোন তথ্য আসে, এক নজরে।

পারো হলো ক্লাস ১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শেখায় সাহায্য করার একটা প্ল্যাটফর্ম। ঠিকানা **paaro.net**। শিক্ষার্থী যেকোনো ফোনে, ক্লাসে বা বাসায়, **ছোট একটা কুইজ** দেয়। সাধারণত কুইজে ৮টা প্রশ্ন থাকে। এরপর শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক আর শিক্ষা অফিসার, সবাই নিজের নিজের পর্যায়ে থেকে দেখতে পান শিক্ষার্থীরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বা জেলা শিক্ষা অফিসার হলে পারো আপনাকে আপনার এলাকার ছবিটা দেখায়। কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, কতগুলো পারোতে যোগ দিয়েছে, এই সপ্তাহে কত শিক্ষার্থী কুইজ দিয়েছে, আর কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কোন ধাপে আছে। কোন স্কুলের পাশে এখন দাঁড়ানো দরকার, সেটাও পাতায় আলাদা করে চোখে পড়ে।

চারটি বিষয়

পারোতে এখন চারটি বিষয় আছে: **বাংলা, ইংরেজি, গণিত আর আইসিটি**। প্রশ্ন আসে NCTB ২০২৬ সালের পাঠ্যবই থেকে। বাংলা আর ইংরেজি বই সব ধারায় একই। গণিত আর আইসিটির ইংলিশ ভার্সন বই বাংলা বইয়ের অনুবাদ, তাই এই দুই বিষয়ের প্রতিটি প্রশ্ন বাংলা আর ইংরেজি দুই ভাষাতেই আছে।

পারো চারটি ধারার প্রতিষ্ঠানে চলে: সাধারণ (বাংলা মাধ্যম), ইংলিশ ভার্সন, মাদ্রাসা (দাখিল ও আলিম) আর কারিগরি। আপনার পাতায় প্রতিষ্ঠানের পাশে তার ধারা লেখা থাকে, যাতে আপনি একই রকম প্রতিষ্ঠানকে পাশাপাশি রেখে দেখতে পারেন।

প্রতিটি প্রশ্নের সাথে বইয়ের ছাপা পাতার নম্বর থাকে। কুইজ শেষে শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর আর বইয়ের সেই পাতাটা দেখতে পারে। উত্তর যাচাই হয় সার্ভারে, তাই জমা দেওয়ার আগে শিক্ষার্থী উত্তর দেখতে পায় না। প্রশ্ন লাইভ হওয়ার আগে শিক্ষকেরা বই মিলিয়ে সেগুলো যাচাই করেন।

ছয়টি ধাপ

পারো শিক্ষার্থীর অবস্থা দেখায় ধাপ দিয়ে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী ছয়টি ধাপের একটায় থাকে। ধাপগুলো নিচ থেকে ওপরে সাজানো, প্রতিটার আলাদা রং। আপনার পাতার সব রঙিন বার এই ছয় রং দিয়েই তৈরি।



কোনো অধ্যায়ে শিক্ষার্থী ৩ নম্বর ধাপের নিচে থাকলে পারো নিজে থেকেই তাকে একটা **সহজ পথ** দেয়: আগে সহজ প্রশ্ন আর পড়া, তারপর আবার মূল কুইজ। তাই লাল আর কমলা অংশ বড় দেখলে বুঝবেন, সেই শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বাড়তি সাহায্য পাচ্ছে। আপনার কাজ হলো দেখা, স্কুলের শিক্ষকেরা এই সাহায্যটা ঠিকমতো কাজে লাগাচ্ছেন কিনা।

আপনি কী দেখেন, কী দেখেন না

- আপনি দেখেন **সংখ্যা আর ধাপ**: প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, অংশগ্রহণের হার, ধাপের ভাগ, ৮ সপ্তাহের ধারা।
- আপনি **কোনো শিক্ষার্থীর নাম দেখেন না**। উপজেলা থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার্থীর নাম কখনো দেখানো হয় না।
- কোনো শিক্ষার্থীর নিজের পাতা বা অভিভাবকের পাতা আপনার জন্য খোলে না।
- উপজেলা অফিসার দেখেন নিজের উপজেলা আর তার স্কুলগুলো। জেলা অফিসার দেখেন পুরো জেলা, তার উপজেলা আর স্কুলগুলো।



এই বইয়ে উদাহরণ হিসেবে ময়মনসিংহ জেলা আর মুন্সিগঞ্জ উপজেলা ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া, তাই সেগুলো আসল। স্কুলের নাম, অংশগ্রহণের হার, ধাপ আর অন্য সব সংখ্যা **নমুনা**। আপনার পাতায় আপনার এলাকার আসল তথ্য আসবে।

পাইলট থেকে সারা দেশে

শুরুতে দুই মাসের একটা পাইলট চলছে ৪ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠানে, প্রতি ধারা থেকে একটি করে। প্রতিষ্ঠানগুলো বেছে নিয়েছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। এরপর জেলা ধরে ধরে পারো চালু হবে। তাই শুরুর দিকে আপনার উপজেলায় পারোতে থাকা স্কুলের সংখ্যা কম দেখাতে পারে। এটা স্বাভাবিক।

প্রশ্নভান্ডারে এখন ২৭টি NCTB বই থেকে ৭৬৬টি খসড়া প্রশ্ন আছে। ক্লাস ৬, ৭, ৮, ৯-১০ আর ১১-১২ এর বাংলা, প্রতিটি বইয়ের প্রথম ২-৩টি অধ্যায়। শিক্ষকেরা যাচাই করার পর প্রশ্নগুলো লাইভ হয়। তাই শুরুর দিকের তথ্য মূলত বইয়ের প্রথম অধ্যায়গুলো নিয়ে।

আপনার লিংক আর লগইন

নিজের পাতা কীভাবে খুলবেন, আর কীভাবে লগইন করবেন।

পারোতে প্রত্যেকের একটি সহজ লিংক আছে। লিংক দেখেই বোঝা যায় পাতাটা কার। জেলা অফিসের লিংক জেলার নাম দিয়ে, উপজেলা অফিসের লিংক জেলা আর উপজেলার নাম দিয়ে।

কার পাতা	লিংক	উদাহরণ
কর্তৃপক্ষ	paaro.net/dshe	paaro.net/dshe
জেলা অফিস	paaro.net/[district]	paaro.net/mymensingh
উপজেলা অফিস	paaro.net/[district]/[upazila]	paaro.net/mymensingh/muktagachha
স্কুল / প্রধান শিক্ষক	paaro.net/[EIIN]	paaro.net/900101
শিক্ষক	paaro.net/[EIIN]/[name]	paaro.net/900101/nasrin
শিক্ষার্থী	paaro.net/[name+4 digits]	paaro.net/rafi2031
অভিভাবক	paaro.net/[student]/guardian	paaro.net/rafi2031/guardian

জেলা আর উপজেলার নাম কীভাবে লিখবেন

- নাম ইংরেজিতে, ছোট হাতের অক্ষরে লিখুন: paaro.net/mymensingh।
- উপজেলার জন্য জেলার পরে একটা স্লাশ দিয়ে উপজেলার নাম: paaro.net/mymensingh/muktagachha।
- নামে ফাঁকা জায়গা থাকলে সেখানে হাইফেন দিন: paaro.net/mymensingh/mymensingh-sadar।
- পুরোনো বানান লিখলেও চলবে। paaro.net/chittagong লিখলে নিজে থেকেই paaro.net/chattogram খুলবে। comilla, barisal, jessore আর bogra এর বেলায়ও একই কাজ হয়।

স্কুলের লিংক হলো তার ৬ অঙ্কের EIIN নম্বর, যেমন paaro.net/900101। আপনার এলাকার কোনো স্কুলের EIIN জানা থাকলে সরাসরি সেই লিংকে গিয়ে স্কুলের পাতা খুলতে পারেন।

লগইন করার ধাপ

লিংকটা মনে রাখা সহজ, কিন্তু প্রতিটি পাতা খোলার আগে লগইন লাগে। সঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না।

অফিসারেরা দুইভাবে লগইন করতে পারেন: **অফিসের Google অ্যাকাউন্ট** দিয়ে, অথবা **নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর আর SMS কোড** দিয়ে।

লগইন লাগবে

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
paaro.net/mymensingh/muktagachha

অফিসের Google অ্যাকাউন্টে ঢাকো

অথবা

নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর

01911-556677

কোড পাঠাও (SMS)

এই পাতা কারা দেখতে পারে

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
- জেলা শিক্ষা অফিস
- কর্তৃপক্ষ (সদর দপ্তর)

লিংকটা সহজে মনে রাখা যায়, কিন্তু ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না।

ছবি ১. উপজেলা অফিসের লিংকের লগইন পাতা। নিচে লেখা আছে এই পাতা কারা দেখতে পারে।

- ১ ব্রাউজারে আপনার লিংক লিখুন, যেমন paaro.net/mymensingh/muktagachha ।
- ২ লগইন পাতায় ওপরে আপনার উপজেলা আর জেলার নাম দেখে নিন। নিচে **এই পাতা কারা দেখতে পারে** অংশে লেখা থাকে: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিস আর কর্তৃপক্ষ (সদর দপ্তর)।
- ৩ অফিসের Google অ্যাকাউন্ট থাকলে **অফিসের Google অ্যাকাউন্টে ঢাকো** চাপুন আর সেই অ্যাকাউন্ট বেছে নিন।
- ৪ মোবাইল দিয়ে চুকতে চাইলে **নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর** ঘরে আপনার নম্বর লিখে **কোড পাঠাও (SMS)** চাপুন।
- ৫ ফোনে আসা ৬ অঙ্কের কোডটা লিখুন। কোড ৫ মিনিট কাজ করে।
- ৬ লগইন হলে আপনার উপজেলা বা জেলার পাতা খুলে যাবে।



কোড না এলে একটু অপেক্ষা করে আবার চাইতে পারেন। তবে একটা নম্বরে এক ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩টা কোড যায়। বারবার চাপার আগে নম্বরটা ঠিক লিখেছেন কিনা দেখে নিন।

অ্যাকাউন্ট কোথা থেকে আসে

অফিসারদের অ্যাকাউন্ট তৈরি আর অনুমোদন করে পারো টিম। আপনার অফিসের Google অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল নম্বর যদি এখনো নিবন্ধিত না থাকে, তাহলে **hello@paaro.net** ঠিকানায় ইমেইল করুন। ইমেইলে আপনার নাম, পদ, অফিস (জেলা ও উপজেলা), অফিসের ইমেইল আর মোবাইল নম্বর লিখুন। দায়িত্ব বদল হলে বা নতুন কর্মকর্তা যোগ দিলেও একই ঠিকানায় জানান।



নিজের লগইন কারো সাথে শেয়ার করবেন না। অফিসের অন্য কেউ পাতা দেখতে চাইলে তাঁর নামে আলাদা অ্যাকাউন্ট চেয়ে পারো চিমকে লিখুন।

ভুল লিংক লিখলে

লিংকে ভুল থাকলে পারো একটা পাতা দেখায়: **এই লিংকে কোনো পাতা নেই**। সেখানে কাছাকাছি সঠিক লিংকের পরামর্শ থাকে, আর **লিংকের নিয়ম দেখা** বোতাম থাকে। বোতাম চাপলে ওপরের নিয়মের তালিকাটা খোলে।



ছবি ২. ভুল লিংকের পাতা। এখানে এমন একটা EIIIN লেখা হয়েছে যেটার কোনো স্কুল নেই।



প্রতিটি পাতায় বাংলা আর ইংরেজির একটা সুইচ আছে। যে ভাষায় সুবিধা, সেটা বেছে নিন। তথ্য একই থাকে।

উপজেলার পাতা

চারটি সংখ্যা, স্কুলের তালিকা আর বিষয়ভিত্তিক ধাপ কীভাবে পড়বেন।

উপজেলার পাতা (paaro.net/mymensingh/muktagachha) আপনার উপজেলার পুরো ছবি এক জায়গায় দেখায়। ওপরে আছে পথনির্দেশ: কর্তৃপক্ষ > ময়মনসিংহ > মুক্তাগাছা। জেলার নামে চাপলে জেলার পাতায় যাওয়া যায়, যদি আপনার সেটা দেখার অনুমতি থাকে। ডানদিকে আছে আপনার লিংক, **কপি** বোতাম আর **রিপোর্ট** ডাউনলোডের বোতাম।



ছবি ৩. উপজেলার পাতার ওপরের অংশ আর চারটি সংখ্যা। ৮২টি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে, বাকি সংখ্যা নমুনা।

চারটি সংখ্যা

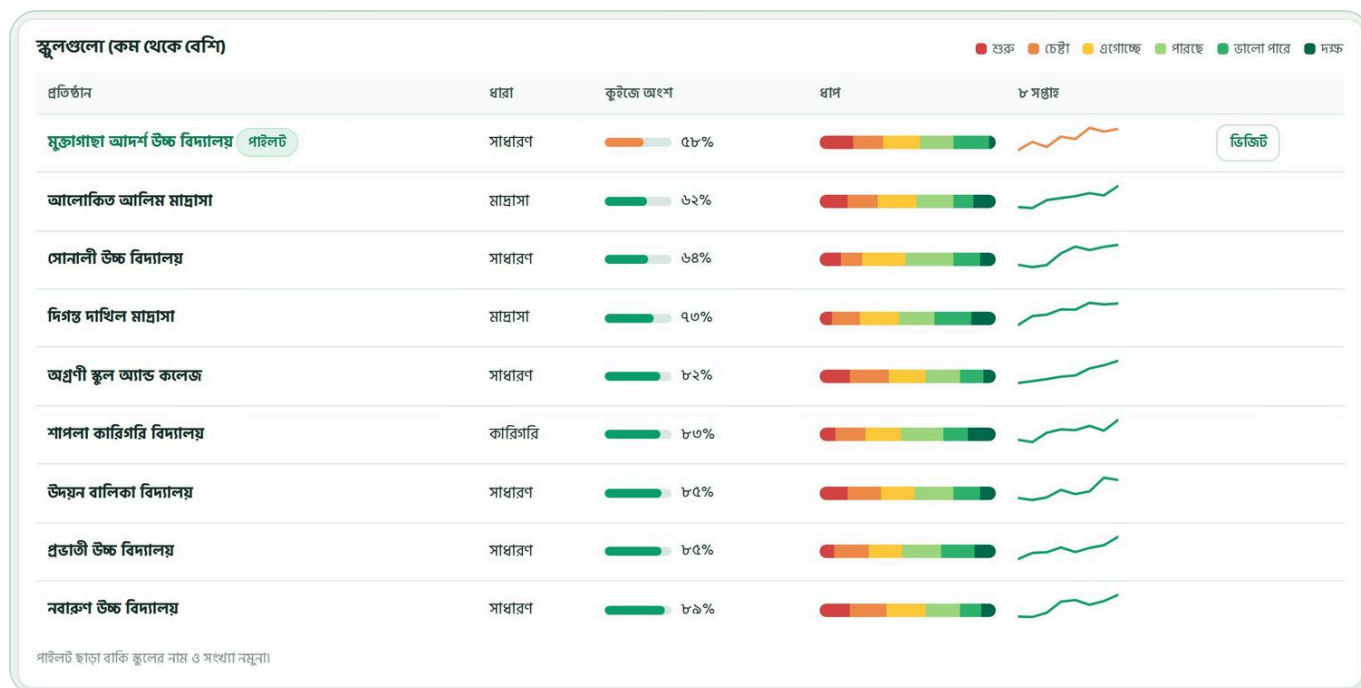
ঘর	মানে কী	ছবিতে
প্রতিষ্ঠান (BANBEIS)	উপজেলায় ক্লাস ৬-১২ চালায় এমন সব প্রতিষ্ঠান, সরকারি BANBEIS ২০২৪ তালিকা থেকে।	৮২
পারোতে আছে	এর মধ্যে কতগুলো পারোতে যোগ দিয়েছে, আর সেটা মোটের কত শতাংশ।	৯, মানে ১১%
এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে	পারোতে থাকা শিক্ষার্থীদের কত শতাংশ এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে, নিচে গত সপ্তাহের তুলনায় বাড়া বা কমা।	৭৬%, ৩% বেড়েছে
সাহায্য লাগবে এমন স্কুল	যেসব স্কুলে কুইজে অংশগ্রহণ ৬২% এর নিচে।	১

প্রথম দুটি সংখ্যা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আপনার উপজেলায় পারো কতটা ছড়িয়েছে। ছবির উদাহরণে ৮২টির মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান পারোতে আছে। বাকি ৭৩টি এখনো যোগ দেয়নি। এদের কীভাবে আনবেন, সেটা অধ্যায় ৪ এ আছে।

তৃতীয় সংখ্যাটা বলে যে স্কুলগুলো যোগ দিয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কুইজ দিচ্ছে কিনা। চতুর্থ সংখ্যাটা আপনার কাজের তালিকার শুরু। এটা বলে এই মুহুর্তে কয়টা স্কুলের পাশে দাঁড়ানো দরকার।

স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি)

এই তালিকায় আপনার উপজেলার যে স্কুলগুলো পারোতে আছে, সেগুলো দেখা যায়। সবচেয়ে কম অংশগ্রহণের স্কুল সবার ওপরে থাকে। তাই যে স্কুলে আগে নজর দেওয়া দরকার, সেটা প্রথমেই চোখে পড়ে।



ছবি ৪. স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি)। পাইলট চিহ্নিত স্কুল ছাড়া বাকি স্কুলের নাম ও সংখ্যা নমুনা।

কলাম	কী দেখায়
প্রতিষ্ঠান	স্কুলের নাম। পাইলট স্কুলের পাশে পাইলট লেখা থাকে।
ধারা	সাধারণ, মাদ্রাসা, কারিগরি বা ইংলিশ ভার্সন।
কুইজে অংশ	এই সপ্তাহে স্কুলের কত শতাংশ শিক্ষার্থী কুইজ দিয়েছে। ৬২% এর নিচে হলে বার কমলা, ওপরে হলে সবুজ।
ধাপ	স্কুলের শিক্ষার্থীরা হয় ধাপে কীভাবে ভাগ হয়ে আছে। বাঁয়ে লাল, ডানে গাঢ় সবুজ।
৮ সপ্তাহ	গত ৮ সপ্তাহে অংশগ্রহণ কীভাবে বেড়েছে বা কমেছে। কম হলে রেখাটাও কমলা।
ভিজিট	সাহায্য লাগবে এমন স্কুলের পাশে বোতাম। চাপলে স্কুলটি আপনার পরিদর্শনের পরিকল্পনায় যোগ হয়।

অংশগ্রহণ আর ধাপ, দুটো আলাদা কথা

কুইজে অংশ বলে শিক্ষার্থীরা কুইজ দিচ্ছে কিনা। **ধাপ** বলে যারা দিচ্ছে, তারা কতটা পারছে। দুটো একসাথে পড়ুন। কয়েকটা সাধারণ অবস্থা নিচে দেওয়া হলো।

যা দেখছেন	সম্ভাব্য মানে	যা জিজ্ঞেস করতে পারেন
অংশ কম, ধাপ ভালো	অল্প কিছু শিক্ষার্থী কুইজ দিচ্ছে, সম্ভবত যারা এমনিতেই ভালো করে। পুরো স্কুলের ছবি এখনো আসেনি।	সব ক্লাসে কুইজ দেওয়া হচ্ছে কি? ফোন বা সময়ের সমস্যা আছে কি?
অংশ বেশি, লাল-কমলা বেশি	শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কুইজ দিচ্ছে, কিন্তু অনেকে এখনো প্রথম দুই ধাপে।	কোন বিষয়ে বেশি পিছিয়ে? শিক্ষকেরা সহজ কুইজ দিচ্ছেন কি?
অংশ বেশি, সবুজ বেশি	স্কুলটা ভালো চলছে।	কী কাজ করছে? অন্য স্কুলের সাথে কি শেয়ার করা যায়?
অংশ কম, লাল-কমলা বেশি	স্কুলের সবচেয়ে বেশি সাহায্য দরকার।	প্রধান শিক্ষকের সাথে বসে একটা ছোট পরিকল্পনা করুন।

৬২% এর দাগ

উপজেলার পাতা ৬২% কে একটা দাগ হিসেবে ধরে। কোনো স্কুলে এই সপ্তাহে ৬২% এর কম শিক্ষার্থী কুইজ দিলে সেই স্কুল **সাহায্য লাগবে এমন স্কুল** হিসেবে গোনা হয়। তালিকায় তার অংশগ্রহণের বার কমলা হয়ে যায়, আর পাশে **ভিজিট** বোতাম আসে। ছবির উদাহরণে একটি স্কুল ৫৮% এ আছে, তাই সেটা সবার ওপরে, কমলা রঙে, ভিজিট বোতামসহ।

এক সপ্তাহ ৬২% এর নিচে থাকা মানেই বড় সমস্যা নয়। পরীক্ষা, ছুটি বা বন্যার মতো কারণে এক সপ্তাহ কম হতে পারে। তাই ৮ সপ্তাহের রেখাটাও দেখুন। রেখা যদি কয়েক সপ্তাহ ধরে নিচের দিকে যায়, তখন খোঁজ নেওয়া জরুরি।

পরিদর্শনের পরিকল্পনা

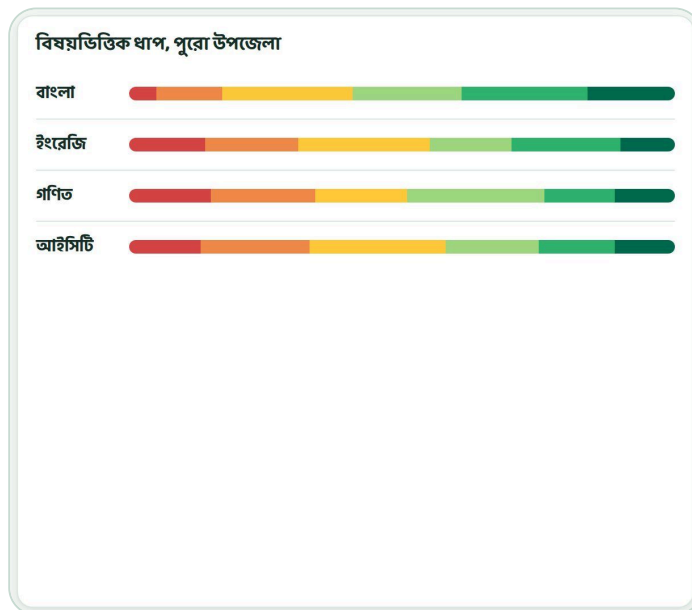
- ১ **স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি)** তালিকার ওপরের দিকটা দেখুন।
- ২ কমলা বারের স্কুলগুলোর ৮ সপ্তাহের রেখা দেখুন। কোনটা পড়ছে, কোনটা উঠছে, আলাদা করুন।
- ৩ যে স্কুলে যেতে চান, তার পাশে **ভিজিট** চাপুন। স্কুলটা আপনার পরিদর্শনের পরিকল্পনায় যোগ হবে।
- ৪ স্কুলের নামে চাপলে তার পাতা খোলে। যাওয়ার আগে সেখানে ক্লাসভিত্তিক অবস্থা দেখে নিন (অধ্যায় ৬)।
- ৫ প্রধান শিক্ষককে আগে থেকে জানিয়ে রাখুন কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান।



এক দিনে কাছাকাছি দুই-তিনটি স্কুল মিলিয়ে পরিদর্শন করলে সময় বাঁচে। একটা কমলা স্কুলের সাথে কাছের একটা ভালো করা স্কুলেও যেতে পারেন, যাতে ভালো অভ্যাসগুলো এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে পৌঁছায়।

বিষয়ভিত্তিক ধাপ, পুরো উপজেলা

এই অংশে চারটি বিষয়ের জন্য চারটি বার আছে: বাংলা, ইংরেজি, গণিত আর আইসিটি। প্রতিটি বার দেখায় পুরো উপজেলার শিক্ষার্থীরা সেই বিষয়ে ছয় ধাপে কীভাবে ভাগ হয়ে আছে।



ছবি ৫. বিষয়ভিত্তিক ধাপ, পুরো উপজেলা। নমুনা তথ্য।

ছবির উদাহরণে বাংলায় লাল অংশ সবচেয়ে ছোট, আর গণিতে লাল ও কমলা মিলে সবচেয়ে বড়। মানে এই উপজেলায় গণিতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী প্রথম দুই ধাপে আছে। এমন হলে উপজেলার গণিত শিক্ষকদের নিয়ে একটা ছোট আলোচনা বা প্রশিক্ষণের কথা ভাবতে পারেন।



বিষয়ের বার পুরো উপজেলার গড়। কোনো একটা স্কুলের কথা এখানে আলাদা বোঝা যায় না। কোন স্কুলে গণিত বেশি পিছিয়ে, জানতে সেই স্কুলের পাতা খুলুন।

স্কুলগুলোকে পারোতে আনা

যে স্কুলগুলো এখনো যোগ দেয়নি, তাদের কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আপনার উপজেলার সব প্রতিষ্ঠানের নাম পারো আগে থেকেই জানে, কারণ তালিকাটি সরকারি BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া। যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো পারোতে আসেনি, সেগুলো উপজেলার পাতার **এখনো যোগ দেয়নি** অংশে দেখা যায়। ওপরের কোণে মোট সংখ্যা থাকে।

এখনো যোগ দেয়নি		
১১১৯০২	A.k.m Mosharraf Hosain High School সাধারণ - Secondary	আমন্ত্রণ
১১১৯৯৩	Al Haz Kadhmi Ali Dakhil Madrasha মাদ্রাসা - Dakhil	আমন্ত্রণ
১১১৯৭১	Al-Maariful Islamia Dakhil Madrasha মাদ্রাসা - Dakhil	আমন্ত্রণ
১১১৯৪০	Armed Police Battalion Adarsha High School সাধারণ - Secondary	আমন্ত্রণ
১১১৯৪৬	Ayesha Girls High School সাধারণ - Secondary	আমন্ত্রণ
১০৬০০৯	Babar Rabeya Nagar It Junior School সাধারণ - Secondary	আমন্ত্রণ
তালিকা: BANBEIS ২০২৪		
সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও		

ছবি ৬. এখনো যোগ দেয়নি। তালিকার প্রতিষ্ঠানগুলো BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া আসল প্রতিষ্ঠান।

প্রতিটি সারিতে থাকে প্রতিষ্ঠানের EIIN, নাম, ধারা (যেমন সাধারণ বা মাদ্রাসা) আর স্তর (যেমন Secondary বা Dakhil)। ডানদিকে থাকে **আমন্ত্রণ** বোতাম। তালিকার নিচে লেখা থাকে উৎস, **তালিকা: BANBEIS ২০২৪**, আর থাকে **সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও** বোতাম।

একটি স্কুলকে আমন্ত্রণ

- ১ উপজেলার পাতায় **এখনো যোগ দেয়নি** অংশে যান।
- ২ EIIN আর নাম মিলিয়ে সঠিক প্রতিষ্ঠানটা খুঁজে নিন।
- ৩ তার পাশে **আমন্ত্রণ** চাপুন। প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি SMS চলে যাবে।
- ৪ প্রধান শিক্ষককে ফোনেও একবার জানিয়ে দিন যে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। তাতে SMS টা গুরুত্ব পায়।

সবাইকে একসাথে আমন্ত্রণ

সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও চাপলে তালিকার সব প্রতিষ্ঠানে একসাথে আমন্ত্রণ যায়। উপজেলায় পারো চালু হওয়ার শুরুতে, যেমন একটা উপজেলা সভার পরে, এটা কাজে লাগে। সভায় প্রধান শিক্ষকদের আগে থেকে বলে রাখুন যে SMS আসবে।



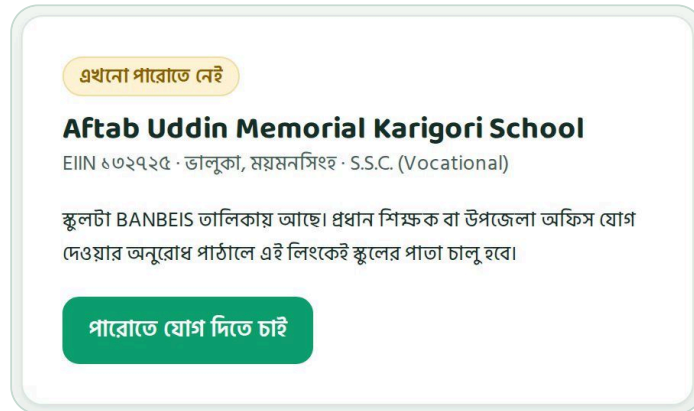
সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠানোর আগে ভেবে নিন। যেসব স্কুলের প্রধান শিক্ষক আগে থেকে কিছু জানেন না, তাঁদের কাছে হঠাৎ SMS গেলে সেটা উপেক্ষিত হতে পারে। আগে জানিয়ে তারপর পাঠানো ভালো।

আমন্ত্রণের পরে কী হয়

- ১ প্রধান শিক্ষক পারো থেকে SMS পান।
- ২ প্রধান শিক্ষক স্কুলের লিংকে (যেমন paaro.net/132725) গিয়ে **পারোতে যোগ দিতে চাই** চাপেন।
- ৩ পারো টিম অনুরোধটা যাচাই করে অনুমোদন দেয়। প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্টও পারো টিম অনুমোদন করে।
- ৪ অনুমোদনের পর সেই লিংকেই স্কুলের পাতা চালু হয়।
- ৫ প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের যোগ করেন আর শিক্ষার্থীদের তালিকা তোলেন। তারপর শিক্ষার্থীরা কুইজ দিতে শুরু করে।
- ৬ স্কুলটা আপনার **এখনো যোগ দেয়নি** তালিকা থেকে সরে **স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি)** তালিকায় চলে আসে।

যোগ না দেওয়া স্কুলের পাতা দেখতে কেমন

যে স্কুল এখনো পারোতে নেই, তার EIIN লিংক খুললেও একটা পাতা আসে। সেখানে সরকারি তালিকা থেকে স্কুলের নাম, EIIN, উপজেলা, জেলা আর স্তর দেখা যায়। ওপরে লেখা থাকে **এখনো পারোতে নেই**, আর নিচে থাকে **পারোতে যোগ দিতে চাই** বোতাম।



ছবি ৭. ভালুকা উপজেলার একটি আসল স্কুলের পাতা, যেটা এখনো পারোতে নেই।

পাতার লেখা অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষক বা উপজেলা অফিস যোগ দেওয়ার অনুরোধ পাঠালে এই লিংকেই স্কুলের পাতা চালু হবে। তাই কোনো প্রধান শিক্ষকের ফোন বা ইন্টারনেট নিয়ে সমস্যা থাকলে, আপনি স্কুলের পক্ষে অনুরোধটা পাঠাতে পারেন। পরে প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন।



যোগ দেওয়ার হার বাড়াতে একসাথে সব স্কুলের পেছনে না ছুটে ধাপে ধাপে এগোন। প্রথমে প্রতিটি ধারা থেকে কয়েকটা আগ্রহী স্কুল নিন। তারা ভালো চললে তাদের প্রধান শিক্ষকদের দিয়েই পরের সভায় অভিজ্ঞতা বলান।

জেলার পাতা

জেলার সংখ্যা, ৮ সপ্তাহের চার্ট, ধারা আর উপজেলার তালিকা কীভাবে পড়বেন।

জেলার পাতা (paaro.net/mymensingh) জেলা শিক্ষা অফিসের জন্য। এখানে পুরো জেলা এক পাতায় দেখা যায়, আর প্রতিটি উপজেলায় এক চাপে যাওয়া যায়। ওপরে পথনির্দেশ: কর্তৃপক্ষ > ময়মনসিংহ। ডানদিকে আপনার লিংক, **কপি** আর **Excel** ডাউনলোডের বোতাম।



ছবি ৮. জেলার পাতার ওপরের অংশ। ১,১৭৮টি প্রতিষ্ঠান আর ১৩টি উপজেলা/থানার সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে, বাকি সংখ্যা নমুনা।

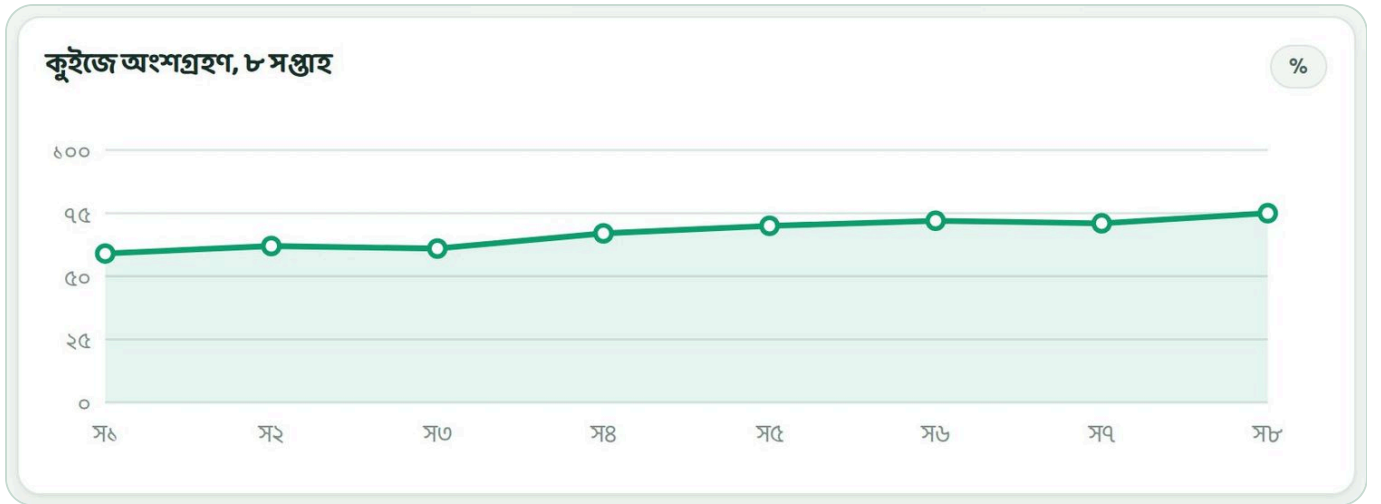
চারটি সংখ্যা

ঘর	মানে কী	ছবিতে
প্রতিষ্ঠান (BANBEIS)	জেলায় ক্লাস ৬-১২ চালায় এমন প্রতিষ্ঠান, আর উপজেলা/থানার সংখ্যা।	১,১৭৮, ১৩টি উপজেলা/থানা
পারোতে আছে	কতগুলো প্রতিষ্ঠান পারোতে যোগ দিয়েছে, আর মোটের কত শতাংশ।	৭৪৮, মানে ৬৩%
এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে	জেলার পারোতে থাকা শিক্ষার্থীদের কত শতাংশ এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে, গত সপ্তাহের তুলনাসহ।	৭২%, ২% বেড়েছে
গড় ধাপ	জেলার শিক্ষার্থীদের গড় ধাপ, নিচে গত মাসের গড় ধাপ।	পারছে, গত মাসে এগোচ্ছে

গড় ধাপ ঘরটা মাসে মাসে জেলার অগ্রগতির সবচেয়ে সহজ চিহ্ন। উদাহরণে গত মাসে গড় ছিল **এগোচ্ছে** (৩ নম্বর ধাপ), এই মাসে **পারছে** (৪ নম্বর ধাপ)। মানে জেলার শিক্ষার্থীরা গড়ে এক ধাপ ওপরে উঠেছে।

কুইজে অংশগ্রহণ, ৮ সপ্তাহ

এই চার্টে জেলার গত ৮ সপ্তাহের অংশগ্রহণ দেখা যায়। নিচে সপ্তাহগুলো (স৬ থেকে স৮), পাশে শতাংশ। একটা সপ্তাহ দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে রেখাটা কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা দেখুন।

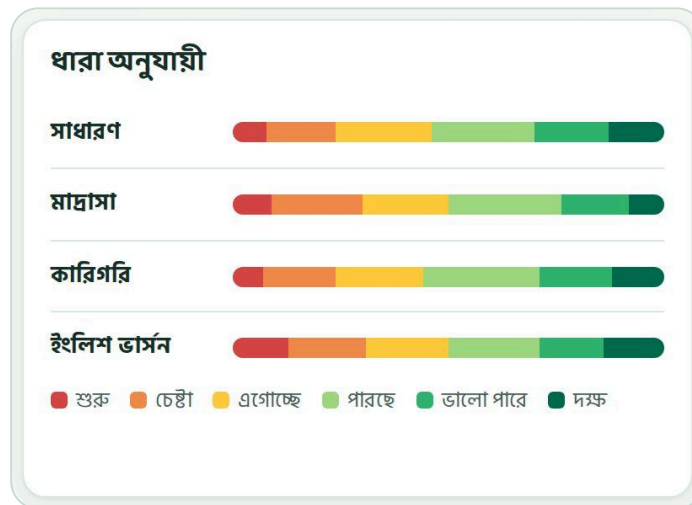


ছবি ৯. কুইজে অংশগ্রহণ, ৮ সপ্তাহ। নমুনা তথ্য।

ছবির উদাহরণে রেখাটা ধীরে ধীরে উঠছে, ৬০% এর কাছ থেকে ৭৫% এর কাছে। তৃতীয় আর সপ্তম সপ্তাহে সামান্য কমেছে। এমন ছোট ওঠানামা স্বাভাবিক। হঠাৎ বড় পতন দেখলে খোঁজ নিন, সেই সপ্তাহে ছুটি, পরীক্ষা বা অন্য কিছু ছিল কিনা।

ধারা অনুযায়ী

এই অংশে চারটি ধারার জন্য চারটি বার: সাধারণ, মাদ্রাসা, কারিগরি আর ইংলিশ ভার্সন। প্রতিটি বার দেখায় সেই ধারার শিক্ষার্থীরা ছয় ধাপে কীভাবে ভাগ হয়ে আছে।



ছবি ১০. ধারা অনুযায়ী ধাপ, পুরো জেলা। নমুনা তথ্য।

কোনো ধারা বাকিদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলে সেই ধারার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আলাদা সহায়তার কথা ভাবতে পারেন। যেমন মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে আলাদা সভা, বা কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কুইজের সময় ঠিক করা। মনে রাখবেন, প্রতিটি ধারায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আলাদা। ছোট ধারায় কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের ফলেই বার অনেকটা বদলে যায়।

উপজেলাগুলো

এই তালিকায় জেলার সব উপজেলা এক সারিতে একটা করে থাকে। সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণের উপজেলা ওপরে। প্রতিটি উপজেলার নামে চাপলে তার পাতা খোলে। ওপরের কোণে লেখা থাকে: প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা BANBEIS ২০২৪; বাকি সংখ্যা নমুনা।

উপজেলাগুলো

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা BANBEIS ২০২৪; বাকি সংখ্যা নমুনা

উপজেলা	প্রতিষ্ঠান	পারোতে	কুইজে অংশ	ধাপ	৮ সপ্তাহ
ত্রিশাল	১১৬	৬৫	৮৮%		
মুন্সীগাছা	৮২	৩৯	৮৭%		
তারাকান্দা	৭৬	৪০	৮৫%		
ঈশ্বরগঞ্জ	৬৪	৫৭	৮৪%		
ফুলপুর	৫৯	৩৯	৮৪%		
শালুয়াঘাট	৫৫	২৮	৮০%		
গৌরীপুর	৬৪	৩২	৭৬%		
ময়মনসিংহ সদর	১৪০	৫০	৭২%		
ফুলবাড়িয়া	১৪০	৫৬	৬৯%		
ধোবাউড়া	৩৪	৩৬	৫৭%		
ভালুকা	১১৮	১০৩	৫৬%		
গফরগাঁও	১৫৩	১৩৫	৫৩%		
নান্দাইল	৮২	৭৩	৫০%		

ছবি ১১. উপজেলাগুলো। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে, বাকি সংখ্যা নমুনা।

কলাম	কী দেখায়
উপজেলা	উপজেলার নাম। চাপলে উপজেলার পাতা খোলে।
প্রতিষ্ঠান	উপজেলায় ক্লাস ৬-১২ চালায় এমন প্রতিষ্ঠান, BANBEIS ২০২৪ থেকে।
পারোতে	এর মধ্যে কতগুলো পারোতে আছে।
কুইজে অংশ	এই সপ্তাহে কত শতাংশ শিক্ষার্থী কুইজ দিয়েছে। ৬২% এর নিচে হলে কমলা।
ধাপ	উপজেলার শিক্ষার্থীরা ছয় ধাপে কীভাবে ভাগ হয়ে আছে।
৮ সপ্তাহ	গত ৮ সপ্তাহে অংশগ্রহণের ধারা।

উপজেলাগুলোকে ন্যায্যভাবে তুলনা করা

তালিকাটা দেখে প্রথমেই মনে হতে পারে, নিচের উপজেলাগুলো খারাপ করছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কয়েকটা জিনিস মিলিয়ে দেখুন।

- **কতগুলো প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়েছে।** উদাহরণে গফরগাঁওয়ে ১৫৩টির মধ্যে ১৩৫টি পারোতে, অংশ ৫৩%। ত্রিশালে ১১৬টির মধ্যে ৬৫টি, অংশ ৮৮%। যে উপজেলা বেশি স্কুল এনেছে, সেখানে নতুন স্কুলগুলো সব শুরু করছে, তাই অংশ কিছুদিন কম থাকতেই পারে।
- **৮ সপ্তাহের রেখা।** কম অংশের কোনো উপজেলার রেখা যদি উঠতে থাকে, সেটা ভালো খবর। বেশি অংশের কোনো উপজেলার রেখা যদি নামতে থাকে, সেখানে আগে নজর দিন।
- **ধারার মিশ্রণ।** কোনো উপজেলায় মাদ্রাসা বা কারিগরি প্রতিষ্ঠান বেশি থাকলে তার ছবি আলাদা হতে পারে।
- **এলাকার অবস্থা।** চর, হাওর বা পাহাড়ি এলাকায় ফোন আর ইন্টারনেট কম থাকলে অংশ কম হতে পারে। এটা উপজেলা অফিসের দোষ নয়।



উপজেলার তালিকাকে প্রতিযোগিতার মঞ্চ বানাবেন না। সভায় নিচের উপজেলার নাম ধরে সমালোচনা করলে পরের মাসে সংখ্যা সাজানোর চাপ তৈরি হয়। তাতে আসল ছবি হারিয়ে যায়। নিচের উপজেলার অফিসারকে আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কী সাহায্য লাগবে।



জেলার সভায় তালিকার ওপরের দুই-একটা উপজেলার অফিসারকে বলুন, তাঁরা কী করেছেন সেটা পাঁচ মিনিটে শেয়ার করতে। ভালো অভ্যাস এভাবে সহজে ছড়ায়।

একটি স্কুলের ভেতরে দেখা

স্কুলের পাতায় একজন অফিসার কী দেখেন।

উপজেলা বা জেলার পাতায় কোনো স্কুলের নামে চাপলে, অথবা সরাসরি paaro.net/900101 এর মতো EIIN লিংকে গেলে, স্কুলের পাতা খোলে। অফিসার হিসেবে আপনি স্কুলের পাতা দেখেন **সংখ্যা আর ধাপ** হিসেবে। কোনো শিক্ষার্থীর নাম আপনার সামনে আসে না।



ছবি ১২. স্কুলের পাতার ওপরের অংশ আর চারটি সংখ্যা। স্কুলের নাম ও সংখ্যা নমুনা।

ওপরে পথনির্দেশ থাকে: কর্তৃপক্ষ > ময়মনসিংহ > মুন্নাগাছা > স্কুলের নাম। তার নিচে স্কুলের নাম, EIIN, ধারা আর প্রধান শিক্ষকের নাম। ডানদিকে স্কুলের লিংক আর **মাসিক রিপোর্ট** বোতাম।

ঘর	মানে কী
পারোতে শিক্ষার্থী	স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে কতজন পারোতে যুক্ত, আর কত শতাংশ যোগ দিয়েছে। উদাহরণে ১,০৩০ জনের মধ্যে ৯২%।
এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে	এই সপ্তাহে কত শতাংশ শিক্ষার্থী কুইজ দিয়েছে, গত সপ্তাহের তুলনাসহ।
সক্রিয় শিক্ষক	গত ৭ দিনে কতজন শিক্ষক পারো ব্যবহার করেছেন, মোট শিক্ষকের মধ্যে। উদাহরণে ২৮ জনের মধ্যে ২১ জন।
যাচাই করা প্রশ্ন	এই স্কুলের শিক্ষকেরা কতগুলো প্রশ্ন বই মিলিয়ে যাচাই করেছেন।

সক্রিয় শিক্ষক ঘরটা খুব কাজের। শিক্ষার্থীরা সাধারণত সেই কুইজই দেয় যেটা শিক্ষক সেট করেন। তাই কোনো স্কুলে অংশ কম আর সক্রিয় শিক্ষকও কম হলে, সমস্যাটা সম্ভবত শিক্ষকদের দিকে। তখন প্রধান শিক্ষকের সাথে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বা সময় নিয়ে কথা বলুন।

ক্লাসভিত্তিক অবস্থা

স্কুলের পাতার এই তালিকায় প্রতিটি ক্লাস আর শাখা আলাদা সারিতে থাকে: শিক্ষার্থীর সংখ্যা, এই সপ্তাহে কুইজের হার, ধাপ আর ৮ সপ্তাহের রেখা। কম অংশের ক্লাসের বার আর রেখা কমলা রঙে দেখায়।

ক্লাসভিত্তিক অবস্থা

শুরু চেষ্টা এগোচ্ছে পারছে ভালো পারে দক্ষ

শ্রেণি	শিক্ষার্থী	এই সপ্তাহে কুইজ	ধাপ	৮ সপ্তাহ
৬ ক	১১২	৯২%		
৬ খ	১১২	৫৯%		
৭ ক	১১২	৯৬%		
৭ খ	১১২	৯২%		
৮ ক	১১২	৫৮%		
৮ খ	১১২	৫৮%		
৯ ক	১১২	৭৪%		
৯ খ	১১২	৬৭%		
১০ ক	১১২	৯০%		
১০ খ	১১২	৭৪%		

ছবি ১৩. ক্লাসভিত্তিক অবস্থা। নমুনা তথ্য।

ছবির উদাহরণে ৬ খ, ৮ ক আর ৮ খ কমলা, বাকি ক্লাসগুলো সবুজ। মানে সমস্যাটা কয়েকটা ক্লাসে সীমিত। পরিদর্শনে এই তিনটি ক্লাসের শিক্ষকদের সাথে কথা বললেই সবচেয়ে বেশি কাজ হবে। আবার ৯ ক আর ৯ খ তে অংশ ভালো, কিন্তু লাল ও হলুদ অংশ বড়। সেখানে শিক্ষার্থীরা কুইজ দিচ্ছে, তবে অনেকে এখনো নিচের ধাপে।

আপনি যা দেখেন না

- কোনো শিক্ষার্থীর নাম, রোল বা নিজের পাতা।
- শিক্ষার্থীভিত্তিক গ্রিড বা সাহায্য লাগবে এমন শিক্ষার্থীর নামের তালিকা। এগুলো শিক্ষক আর প্রধান শিক্ষকের কাজ।
- অভিভাবকের তথ্য বা ফোন নম্বর।



কোনো ক্লাসের নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথা বলতে হলে প্রধান শিক্ষক বা ক্লাস শিক্ষকের সাথে বসুন। তাঁরা নিজেদের পাতায় নামসহ দেখতে পান। আপনার ভূমিকা হলো তাঁদের পাশে থাকা আর দরকারি সহায়তা জোগানো।

কাজের একটা নিয়ম

সপ্তাহে ১৫ মিনিট, মাসে একটা সভা, টার্মে একটা পর্যালোচনা।

পারো থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ পেতে প্রতিদিন পাতা খোলার দরকার নেই। একটা নিয়মিত ছন্দ ঠিক করে নিন। নিচের নিয়মটা বেশিরভাগ উপজেলা আর জেলা অফিসের জন্য যথেষ্ট।

প্রতি সপ্তাহে ১৫ মিনিট

- ১ সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে আপনার পাতা খুলুন।
- ২ চারটি সংখ্যা দেখুন। **এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে** ঘরে বাড়ি না কমা, সেটা খেয়াল করুন।
- ৩ উপজেলা অফিসার: **স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি)** তালিকার ওপরের কমলা স্কুলগুলো দেখুন। জেলা অফিসার: **উপজেলাগুলো** তালিকার নিচের কমলা উপজেলাগুলো দেখুন।
- ৪ যেসব স্কুল বা উপজেলা টানা দুই-তিন সপ্তাহ কমলা, তাদের প্রধান শিক্ষক বা অফিসারকে একটা ফোন করুন।
- ৫ দরকার হলে **ভিজিট** চাপুন আর পরিদর্শনের পরিকল্পনায় যোগ করুন।
- ৬ উপজেলা অফিসার: **এখনো যোগ দেয়নি** তালিকায় এক-দুটি স্কুলকে আমন্ত্রণ পাঠান।

প্রতি মাসে একটা সভা

মাসিক সমন্বয় সভায় পারোর জন্য ১০-১৫ মিনিট রাখুন। সভার আগে **রিপোর্ট** বা **Excel** ডাউনলোড করে নিন (অধ্যায় ৮)।

- মাসের শুরু আর শেষের অংশগ্রহণ মিলিয়ে দেখান।
- বিষয়ভিত্তিক ধাপ দেখান। কোন বিষয়ে লাল আর কমলা সবচেয়ে বেশি, সেটা নিয়ে কথা বলুন।
- নতুন কয়টা স্কুল যোগ দিয়েছে, জানান।
- একটা ভালো খবর দিয়ে শুরু বা শেষ করুন: যে স্কুল বা উপজেলা এক মাসে অনেক এগিয়েছে।
- পরের মাসের জন্য এক-দুটি নির্দিষ্ট কাজ ঠিক করুন।

প্রতি টার্মে একটা পর্যালোচনা

টার্মের শেষে একটু বড় করে দেখুন। জেলার পাতায় **গড় ধাপ** ঘরে মাস থেকে মাসে কী বদলেছে, সেটা লিখে রাখুন। ধারা অনুযায়ী বারগুলো মিলিয়ে দেখুন কোন ধারা এগিয়েছে, কোনটা পিছিয়ে আছে। উপজেলার পাতায় বিষয়ভিত্তিক ধাপ টার্মের শুরুর সাথে মেলান। এই পর্যালোচনা থেকে পরের টার্মের প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন আর সভার পরিকল্পনা করুন।

একটা উদাহরণ: মুক্তাগাছায় এক সপ্তাহ

ধরা যাক, রবিবার সকালে মুক্তাগাছার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার paaro.net/mymensingh/muktagachha খুললেন। চারটি সংখ্যায় দেখলেন, এই সপ্তাহে ৭৬% শিক্ষার্থী কুইজ দিয়েছে, গত সপ্তাহের চেয়ে ৩% বেশি। সাহায্য লাগবে এমন স্কুল একটি। (এই উদাহরণের সব সংখ্যা নমুনা।)

স্কুলের তালিকায় সবার ওপরে একটি স্কুল, অংশ ৫৮%, বার কমলা। তার ৮ সপ্তাহের রেখা অবশ্য উঠছে। অফিসার স্কুলের নামে চেপে ক্লাসভিত্তিক অবস্থা দেখলেন। তিনটি ক্লাস কমলা, বাকিগুলো সবুজ। তিনি প্রধান শিক্ষককে ফোন করলেন। জানা গেল, ওই তিন ক্লাসের দুজন শিক্ষক সবে পারো শুরু করেছেন, কুইজ সেট করতে এখনো অভ্যস্ত নন।

অফিসার **ভিজিট** চেপে স্কুলটা পরিদর্শনের পরিকল্পনায় রাখলেন। সাথে ঠিক করলেন, কাছের একটা ভালো করা স্কুলের একজন শিক্ষক সেদিন সঙ্গে যাবেন, আর ওই দুজন শিক্ষককে কুইজ সেট করা হাতে-কলমে দেখাবেন। শেষে **এখনো যোগ দেয়নি** তালিকা থেকে দুটি মাদ্রাসাকে আমন্ত্রণ পাঠালেন, আর তাদের সুপারকে ফোনে জানিয়ে দিলেন। পুরো কাজে সময় লাগল পনেরো মিনিটের মতো।

প্রধান শিক্ষককে যা জিজ্ঞেস করতে পারেন

প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো সমস্যাটা বোঝা আর সমাধান খোঁজা। দোষ ধরা নয়। খোলা প্রশ্ন করুন, যাতে প্রধান শিক্ষক নিজের কথা বলতে পারেন।

- কোন ক্লাসে কুইজ কম হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? কেন?
- শিক্ষার্থীরা কুইজ কোথায় দেয়, ক্লাসে না বাসায়? ফোন পেতে সমস্যা হয় কি?
- শিক্ষকেরা কি নিয়মিত কুইজ সেট করছেন? কারো কি সাহায্য লাগবে?
- যেসব শিক্ষার্থী প্রথম দুই ধাপে আছে, তাদের জন্য সহজ কুইজ দেওয়া হচ্ছে কি?
- স্কুলের কোন কাজটা ভালো চলছে, যেটা অন্য স্কুলও শিখতে পারে?
- উপজেলা অফিস থেকে আপনার কী সাহায্য দরকার?

তথ্য দিয়ে পাশে দাঁড়ানো, চাপ না দেওয়া

পারোর সংখ্যা স্কুলকে সাহায্য করার জন্য। কোনো স্কুলের সংখ্যা কম হলে সেটা এমন একটা জায়গা দেখায় যেখানে আপনার সহায়তা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে। শিক্ষকেরা যদি ভয় পান যে কম সংখ্যা দেখলে শাস্তি হবে, তাহলে তাঁরা শুধু ভালো শিক্ষার্থীদের দিয়ে কুইজ দেওয়াতে পারেন, বা সহজ কুইজ বারবার দিতে পারেন। তখন সংখ্যা ভালো দেখায়, কিন্তু শেখা বাড়ে না।

- স্কুলের মধ্যে র‍্যাংকিং বা তালিকা টাঙানো থেকে বিরত থাকুন।
- সভায় কম সংখ্যার স্কুলের নাম ধরে সমালোচনা করবেন না। আলাদা করে কথা বলুন।
- উঁচু সংখ্যার পাশাপাশি উন্নতিরও প্রশংসা করুন। ৪০% থেকে ৬০% এ ওঠা স্কুল অনেক বড় কাজ করেছে।
- লাল আর কমলা অংশকে লজ্জার বিষয় বানাবেন না। নতুন অধ্যায়ের শুরুতে সবাই নিচের ধাপ থেকেই শুরু করে।
- পারোর সংখ্যা শিক্ষকের বার্ষিক মূল্যায়নের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করবেন না।



পরিদর্শনে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করুন কী ভালো চলছে, তারপর কোথায় সমস্যা। এতে আলোচনা সহজ হয়, আর প্রধান শিক্ষক নিজেই সমস্যার কথা খুলে বলেন।

রিপোর্ট আর ডাউনলোড

উপজেলার রিপোর্ট, জেলার Excel ফাইল, আর অফিসে শেয়ার করার নিয়ম।

পারোর পাতা থেকে তথ্য ডাউনলোড করে সভা, চিঠি বা অফিসের নথিতে ব্যবহার করতে পারেন। উপজেলা আর জেলার পাতায় ডাউনলোডের বোতাম আলাদা।

পাতা	বোতাম	কী পাবেন
উপজেলার পাতা	রিপোর্ট	আপনার উপজেলার একটা রিপোর্ট, সংখ্যা আর ধাপসহ।
জেলার পাতা	Excel	জেলার তথ্য একটা এক্সেল ফাইলে, যাতে আপনি সাজাতে বা নিজের হিসাবে যোগ করতে পারেন।

উপজেলার রিপোর্ট ডাউনলোড

- ১ আপনার উপজেলার পাতা খুলুন।
- ২ ওপরে ডানদিকে **রিপোর্ট** বোতাম চাপুন।
- ৩ ফাইলটা আপনার কম্পিউটার বা ফোনে ডাউনলোড হবে। তারিখসহ একটা নাম দিয়ে অফিসের ফোল্ডারে রাখুন।

জেলার Excel ডাউনলোড

- ১ জেলার পাতা খুলুন।
- ২ ওপরে ডানদিকে **Excel** বোতাম চাপুন।
- ৩ ফাইলটা এক্সেলে খুলুন। উপজেলাভিত্তিক তথ্য নিজের মতো সাজিয়ে নিতে পারেন, যেমন অংশগ্রহণ অনুযায়ী।
- ৪ প্রতি মাসের ফাইল আলাদা রাখুন। টার্মের পর্যালোচনায় মাসগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করা সহজ হবে।



রিপোর্ট বা এক্সেলে শিক্ষার্থীর নাম থাকে না, কারণ উপজেলা থেকে ওপরের দিকে পারো কখনো শিক্ষার্থীর নাম দেখায় না।
তবুও এগুলো অফিসের নথি। যত্ন করে রাখুন।

অফিসের ভেতরে শেয়ার করা

- সভায় দেখানোর জন্য রিপোর্ট প্রজেক্টরে বা ছাপিয়ে দেখাতে পারেন।
- অফিসের সহকর্মী নিয়মিত পাতা দেখতে চাইলে তাঁর জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট চেয়ে **hello@paaro.net** এ লিখুন। নিজের লগইন দেবেন না।
- আপনার পাতার লিংক **কপি** করে সহকর্মীকে পাঠাতে পারেন। লিংকটা খুলবে শুধু যাঁর অনুমতি আছে তাঁর জন্য, লগইনের পরে।
- কোনো একটা স্কুলের তথ্য অন্য স্কুলের সাথে শেয়ার করার আগে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলুন।



রিপোর্ট বা স্ক্রিনশট ফেসবুক, মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপের খোলা গ্রুপে দেবেন না। এতে স্কুলগুলোর তুলনা জনসমক্ষে চলে যায়, যা শিক্ষকদের ওপর অকারণ চাপ তৈরি করে।

গোপনীয়তা আর তথ্যের সুরক্ষা

কে কী দেখতে পারে, আর তথ্য কীভাবে নিরাপদ রাখা হয়।

পারোতে শিক্ষার্থীদের তথ্য থাকে, তাই কে কী দেখতে পারবে সেটা আগে থেকে ঠিক করা আছে। প্রত্যেকে শুধু নিজের দায়িত্বের অংশটুকু দেখেন।

কে কী দেখতে পারে						
	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	স্কুল	উপজেলা	জেলা	সারা দেশ
শিক্ষার্থী	✓					
অভিভাবক	✓					
শিক্ষক	নিজের ক্লাস	✓				
প্রধান শিক্ষক	✓	✓	✓			
উপজেলা অফিসার	নাম ছাড়া		✓	✓		
জেলা অফিসার			✓	✓	✓	
কর্তৃপক্ষ			✓	✓	✓	✓

উপজেলা থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার্থীর নাম দেখা যায় না, শুধু সংখ্যা।

ছবি ১৪. কে কী দেখতে পারে। উপজেলা থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার্থীর নাম দেখা যায় না, শুধু সংখ্যা।

কে	কী খুলতে পারেন
শিক্ষার্থী	নিজের পাতা
অভিভাবক	নিজের সন্তানদের পাতা
শিক্ষক	নিজের পাতা, নিজের ক্লাসের শিক্ষার্থীরা
প্রধান শিক্ষক	স্কুলের পাতা, স্কুলের সব শিক্ষক আর শিক্ষার্থী
উপজেলা অফিসার	উপজেলার পাতা আর উপজেলার স্কুলের পাতা, সংখ্যা আর ধাপ হিসেবে। শিক্ষার্থীর নাম নেই।
জেলা অফিসার	জেলা, তার উপজেলা আর স্কুল, সংখ্যা হিসেবে। শিক্ষার্থীর নাম নেই।
কর্তৃপক্ষ	সবকিছু, সংখ্যা হিসেবে। শিক্ষার্থীর নাম নেই।

কেন নাম দেখানো হয় না

একজন শিক্ষার্থীকে চেনেন তার শিক্ষক আর প্রধান শিক্ষক। তাঁরাই তাকে সরাসরি সাহায্য করতে পারেন। উপজেলা বা জেলা থেকে দরকার পুরো ছবি: কোন স্কুল, কোন ক্লাস, কোন বিষয় পিছিয়ে। এর জন্য নাম লাগে না। নাম না দেখানোয় শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের আস্থাও থাকে, আর কোনো শিক্ষার্থীর ফল অকারণে বেশি মানুষের কাছে যায় না।

তথ্য কীভাবে সুরক্ষিত

- প্রতিটি পাতা খুলতে লগইন লাগে। লিংক জানা থাকলেও ঠিক মানুষ ছাড়া কেউ ভেতরের তথ্য দেখতে পায় না।
- শিক্ষার্থীর লিংকের বেলায়, কোড আসলে আছে কিনা, লগইন পাতা দেখে বোঝা যায় না।
- তথ্য নিরাপদে রাখা হয়। পাইলটের সময় প্রতিদিন ব্যাকআপ নেওয়া হয়।
- প্রশাসনিক প্রতিটি কাজের রেকর্ড রাখা হয়।
- অভিভাবকেরা সপ্তাহে অল্প কয়েকটা SMS পান, আর শুধু সেগুলোই যা তাঁরা নিজে চালু করেছেন।

আপনার দায়িত্ব

- নিজের লগইন কারো সাথে শেয়ার করবেন না। অফিসের কম্পিউটারে কাজ শেষে ব্রাউজার বন্ধ করুন।
- ডাউনলোড করা ফাইল অফিসের নিরাপদ ফোল্ডারে রাখুন।
- একটা স্কুলের সংখ্যা জনসমক্ষে বা অন্য স্কুলের সাথে তুলনা করে প্রকাশ করবেন না।
- কোনো শিক্ষার্থীর বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে জানুন।
- কোনো তথ্য ভুল বা সন্দেহজনক মনে হলে **hello@paaro.net** এ জানান।



পারোর স্ক্রিনশটে কোনো স্কুলের নাম আর সংখ্যা থাকলে সেটাও স্কুলের তথ্য। অফিসের বাইরে পাঠানোর আগে ভেবে নিন কেন আর কাকে পাঠাচ্ছেন।

সাধারণ প্রশ্ন

অফিসারেরা যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে বেশি করেন।

? আমার অ্যাকাউন্ট নেই। কী করব?

hello@paaro.net এ ইমেইল করুন। আপনার নাম, পদ, অফিস, অফিসের ইমেইল আর মোবাইল নম্বর লিখুন। পারো টিম অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অনুমোদন দেবে।

? SMS কোড আসছে না।

নম্বরটা ঠিক লিখেছেন কিনা আর সেটা নিবন্ধিত নম্বর কিনা দেখুন। কোড ৫ মিনিট কাজ করে, আর এক নম্বরে এক ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩টা কোড যায়। অফিসের Google অ্যাকাউন্ট থাকলে সেটা দিয়েও চুকতে পারেন। সমস্যা থাকলে পারো টিমকে জানান।

? আমার দায়িত্ব বদলেছে, অন্য উপজেলায় বদলি হয়েছি।

পারো টিমকে **hello@paaro.net** এ জানান। অফিসারদের অ্যাকাউন্ট পারো টিম দেখে, তাই তাঁরাই আপনার অনুমতি নতুন উপজেলার জন্য ঠিক করে দেবেন।

? কোনো শিক্ষার্থীর নাম দেখতে পাচ্ছি না কেন?

উপজেলা থেকে ওপরের দিকে পারো কখনো শিক্ষার্থীর নাম দেখায় না। আপনি সংখ্যা আর ধাপ দেখুন। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বা ক্লাস শিক্ষকের সাথে কথা বলুন।

? ৬২% এর দাগটা কী?

কোনো স্কুলে এই সপ্তাহে ৬২% এর কম শিক্ষার্থী কুইজ দিলে সেটা **সাহায্য লাগবে এমন স্কুল** হিসেবে গোনা হয়। তার বার কমলা হয় আর পাশে **ভিজিট** বোতাম আসে।

? ছবির সংখ্যাগুলো কি আসল?

প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া, তাই আসল। স্কুলের নাম, অংশগ্রহণ, ধাপ আর অন্য সংখ্যা নমুনা। তাই এক ছবির সাথে আরেক ছবির সংখ্যা না মিলতে পারে। যেমন জেলার তালিকায় মুক্তাগাছার সংখ্যা উপজেলার পাতার চেয়ে আলাদা। আপনার পাতায় আসল তথ্য আসবে, আর সেগুলো মিলবে।

? আমার উপজেলার একটা স্কুল তালিকায় নেই।

তালিকাটা BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া, আর এতে ক্লাস ৬-১২ চালায় এমন প্রতিষ্ঠান আছে। স্কুলের EIIN দিয়ে paaro.net/ এর পরে লিখে দেখুন পাতা আসে কিনা। না এলে EIIN আর স্কুলের নাম লিখে পারো টিমকে জানান। পারো টিম EIIN দিয়ে স্কুল যোগ করতে পারে।

? আমন্ত্রণ পাঠানোর পরও স্কুল যোগ দিচ্ছে না।

প্রধান শিক্ষককে ফোন করুন। SMS হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে, বা কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। স্কুলের লিংকে (paaro.net/EIIN) গিয়ে **পারোতে যোগ দিতে চাই** চাপতে বলুন। দরকার হলে উপজেলা অফিস থেকেও অনুরোধ পাঠানো যায়।

? আমি কি প্রশ্ন বা কুইজ সেট করতে পারি?

না। কুইজ সেট করেন শিক্ষকেরা, আর প্রশ্ন যাচাই করেন শিক্ষকেরা বই মিলিয়ে। আপনার পাতা এলাকার অবস্থা দেখার আর স্কুলকে সহায়তা করার জন্য।

? জেলা অফিসার কি উপজেলার পাতা দেখতে পারেন?

হ্যাঁ। জেলার পাতার **উপজেলাগুলো** তালিকায় যেকোনো উপজেলার নামে চাপলে তার পাতা খোলে। জেলার স্কুলগুলোর পাতাও সংখ্যা হিসেবে দেখা যায়।

? শিক্ষার্থীর ফোন না থাকলে কী হবে?

কুইজ ক্লাসেও দেওয়া যায়। পারো কম দামি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আর ক্লাসের স্মার্ট বোর্ডে চলে। সবকিছু ট্যাп করে করা যায়, টেনে আনার দরকার নেই। স্কুলের কয়েকটা ফোন বা স্মার্ট বোর্ড দিয়ে পালা করে কুইজ নেওয়ার কথা প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

? প্রশ্নের উত্তর ভুল মনে হলে কী করব?

প্রতিটি প্রশ্নের সাথে বইয়ের পাতা নম্বর থাকে, আর দুই স্কুলের দুজন শিক্ষক যাচাই করার পর প্রশ্ন লাইভ হয়। তবুও ভুল মনে হলে প্রশ্ন আর বইয়ের পাতার তথ্যসহ **hello@paaro.net** এ জানান।

এক পাতায় মনে রাখার কথা

দরকারি লিংক, বোতাম আর নিয়ম, এক জায়গায়।

কাজ	কোথায়
উপজেলার পাতা	paaro.net/mymensingh/muktagachha
জেলার পাতা	paaro.net/mymensingh
স্কুলের পাতা	paaro.net/900101 (স্কুলের EIIN)
লগইন	অফিসের Google অ্যাকাউন্ট, বা নিবন্ধিত মোবাইল আর SMS কোড
অ্যাকাউন্ট ও সাহায্য	hello@paaro.net
পরিদর্শনে যোগ	উপজেলার পাতা > ভিজিট
স্কুলকে আমন্ত্রণ	উপজেলার পাতা > আমন্ত্রণ বা সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও
ডাউনলোড	উপজেলা: রিপোর্ট । জেলা: Excel ।

- ধাপ, নিচ থেকে ওপরে: ১ শুরু, ২ চেষ্টা, ৩ এগোচ্ছে, ৪ পারছে, ৫ ভালো পারে, ৬ দক্ষ।
- ৬২% এর নিচে অংশগ্রহণ মানে সাহায্য লাগবে এমন স্কুল। বার কমলা।
- প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা BANBEIS ২০২৪ থেকে। ছবির বাকি সংখ্যা নমুনা।
- উপজেলা থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার্থীর নাম কখনো দেখা যায় না।
- প্রতি সপ্তাহ: ১৫ মিনিট, চারটি সংখ্যা আর কমলা স্কুল।
- প্রতি মাস: সভায় ১০-১৫ মিনিট, রিপোর্ট বা Excel সঙ্গে।
- প্রতি টার্ম: গড় ধাপ, ধারা আর বিষয়ের পর্যালোচনা।
- সবসময়: তথ্য দিয়ে সাহায্য করুন, র্যাংকিং বা দোষারোপ এড়িয়ে চলুন।

paaro.net · hello@paaro.net · পর্দার ছবিতে নাম ও সংখ্যা নমুনা।